HELLO
বীমা
দি কমিকস

শুরুর কথা

“Hello বীমা” কমিকসটি আমরা তৈরি করেছি বীমা নিয়ে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাকে আরও সহজভাবে তুলে ধরার জন্য।

১৯৫২ সাল হতে বাংলাদেশে বীমা সেবা দেয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, বীমা না নেয়ায় অনেকেই ভবিষ্যতের জন্য আর্থিকভাবে নিরাপদ থাকেন না। এর কারণ হিসেবে থাকে দ্বিধা, উদ্বেগ বা বীমার সুবিধা সম্পর্কে না জানা।

তাই বীমা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে আমরা কমিকস-এর মতো একটি প্রাণবন্ত মাধ্যম বেছে নিয়েছি। আশা করছি Hello বীমা কমিকসটি আপনার ভালো লাগবে।

আলা আহমদ
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
মেটলাইফ বাংলাদেশ

MetLife

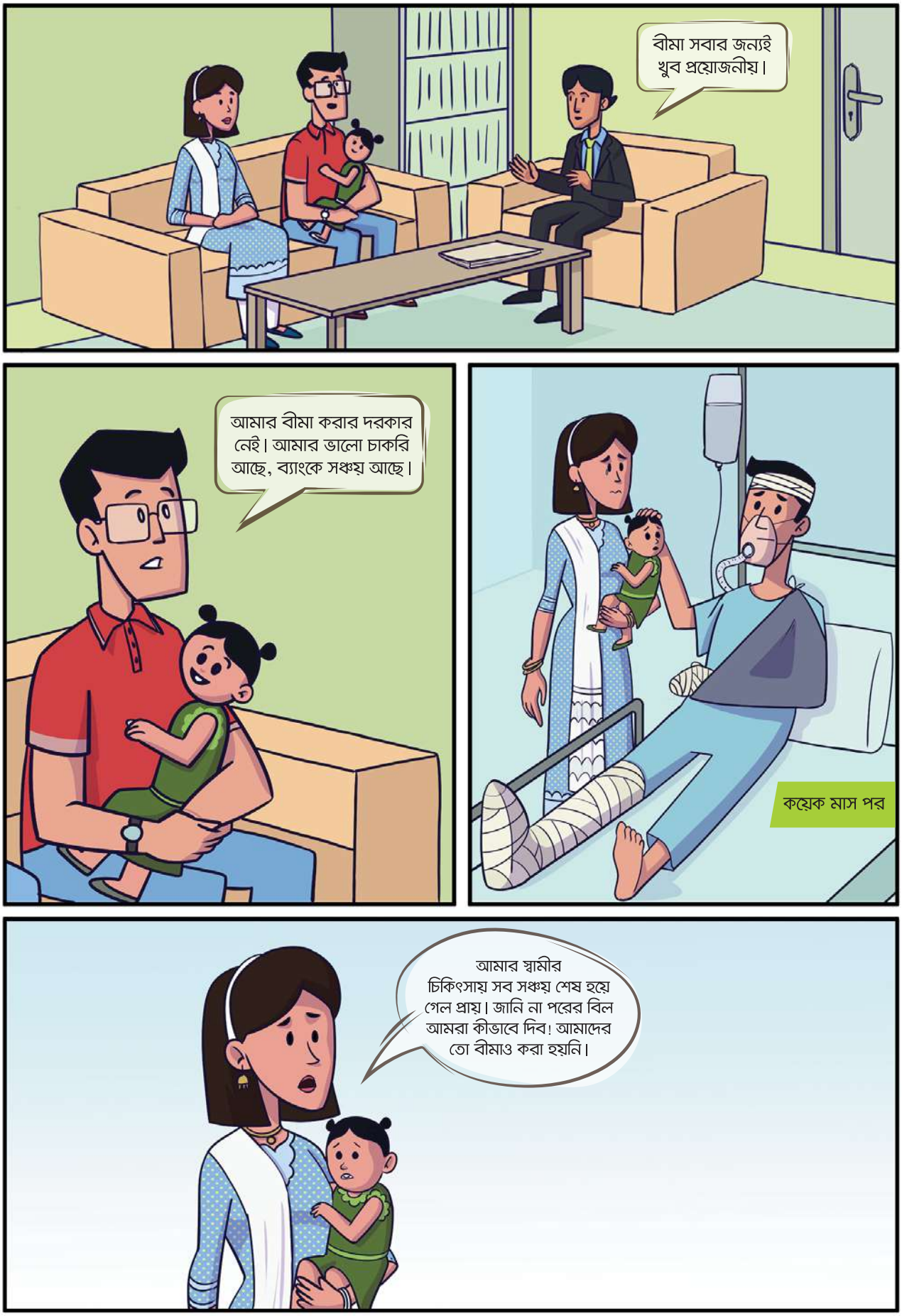
বীমা সবার জন্যই খুব প্রয়োজনীয়।
আমার বীমা করার দরকার নেই। আমার ভালো চাকরি আছে, ব্যাংকে সঞ্চয় আছে।
কয়েক মাস পর
আমার স্বামীর চিকিৎসায় সব সঞ্চয় শেষ হয়ে গেল প্রায়। জানি না পরের বিল আমরা কীভাবে দিব! আমাদের তো বীমাও করা হয়নি।

*৩ মাস পর *

ধন্যবাদ!

অভিনন্দন! আপনি ও আপনার পরিবার এখন বীমার মাধ্যমে সুরক্ষিত। আর কোনো চিন্তা নেই।

বীমা করার পর তাদের পরিবারকে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি

...আর এভাবেই বীমা আমাদেরকে নিশ্চিন্তে ও সুখে বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে পারে।
কিন্তু আপু এটাই তো কাউকে বুঝাতে পারি না। মানুষ উল্টা সারাক্ষণ আমাদের দেখে বিরক্ত হয়।
হয়তো তাদের ভুল ধারণা। সেই ভুল ভাঙাতে হবে।
কিন্তু কীভাবে?
চলো আমার সাথে। এইদিকে একটা মেলা হচ্ছে।
কিন্তু এতো বড় জায়গায় আপু?!

আনন্দ মেলা
চলো স্টেজে উঠি। সবার নজর পাওয়া যাবে।
আ.. আচ্ছা। চলো উঠি।

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখন আমরা শুনবো আমাদের দু'জন বিশেষ অতিথির কথা।
সবাইকে শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সকলে মেলা উপভোগ করছেন। আমরা মিতু আর রনি, মেটলাইফ এর ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট। আপনাদের যদি বীমা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা তার উত্তর দিবো। কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে?

জ্বি! আসলে আমার আছে... ব্যাংকে টাকা রেখে আর বীমা করে কি একই সুবিধা পাবো?

জীবন বীমা এবং ব্যাংক দুটো একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করে।

ব্যাংক আপনাকে সঞ্চয় করতে সহায়তা করে

বীমা আপনাকে জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেমন দুর্ঘটনায় বা মৃত্যুতে আপনাকে বা আপনার পরিবারকে নির্ধারিত অংকের আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি সঞ্চয়ের সুবিধাও দেয়।

তার মানে এই দুই সংস্থা থেকেই আমি প্রয়োজনের সময় টাকা পেতে পারি?

ঠিক। তবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজনের সময় আপনি যতটুকু টাকা জমা করেছেন সেটাই পাবেন।

কিন্তু বীমায় আপনি যে পরিমাণ ফেইস ভ্যালুর বীমা করেছেন সেই অংকের আর্থিক সুরক্ষা পেতে পারেন। এমনকি আপনার যদি কয়েকটি প্রিমিয়াম দেওয়ার পর বীমা দাবি করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রেও আপনি পুরো টাকার আর্থিক সুরক্ষা পাবেন।

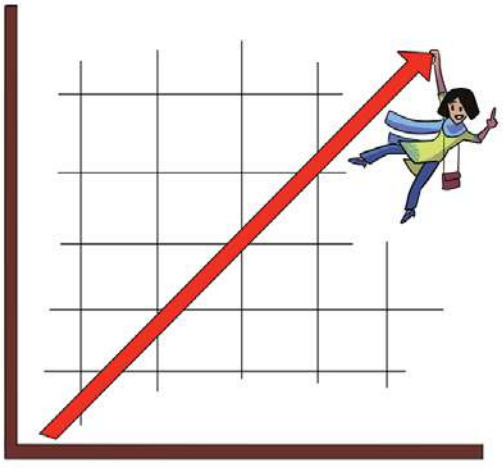

মেয়াদপূর্তির টাকা পাওয়ায় প্রয়োজনের সময় আপনাকে আপনার সঞ্চয়ে হাত দিতে হচ্ছে না।

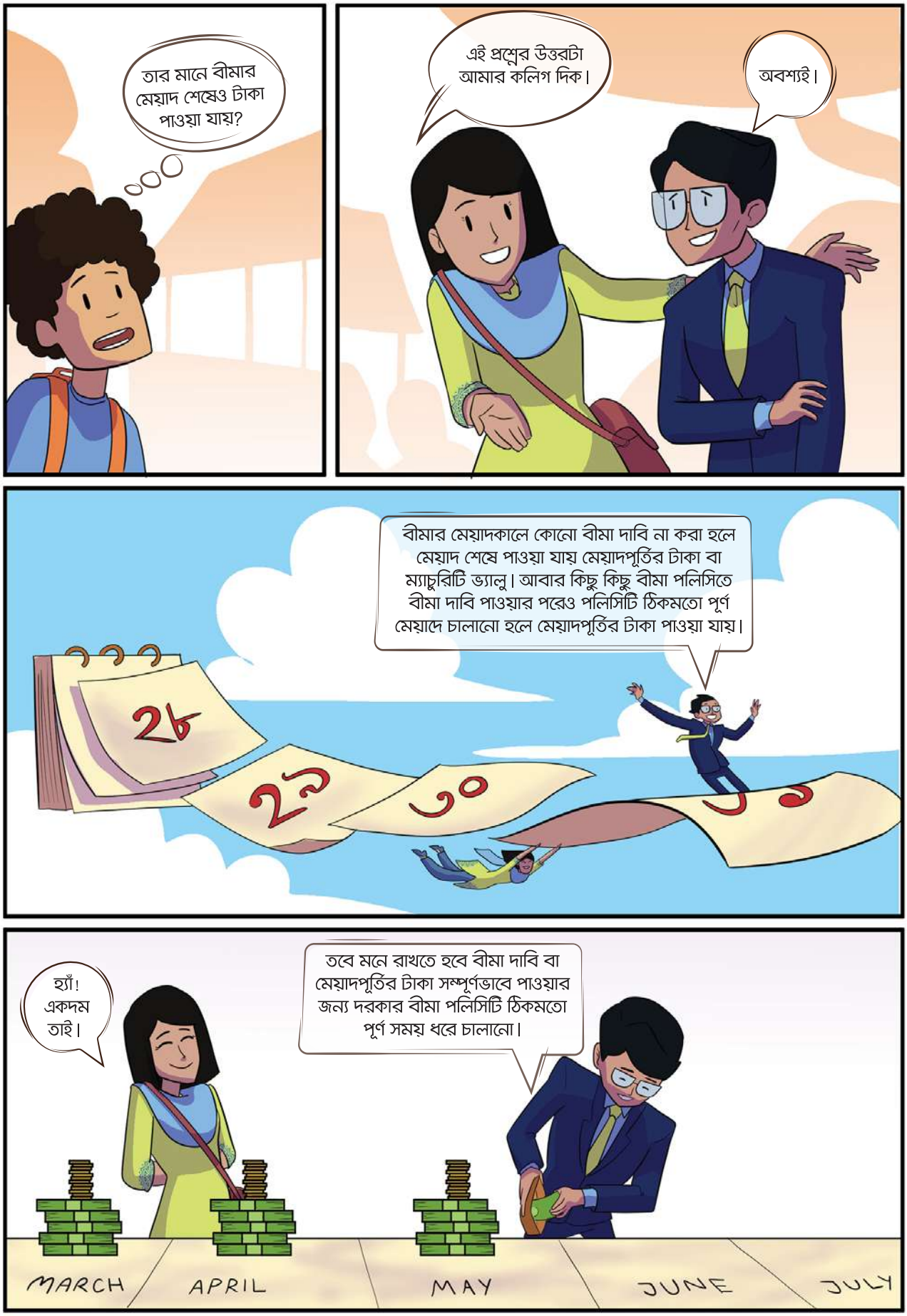
তার মানে বীমার মেয়াদ শেষেও টাকা পাওয়া যায়?
এই প্রশ্নের উত্তরটা আমার কলিগ দিক।
অবশ্যই।
বীমার মেয়াদকালে কোনো বীমা দাবি না করা হলে মেয়াদ শেষে পাওয়া যায় মেয়াদপূর্তির টাকা বা ম্যাচুরিটি ভ্যালু। আবার কিছু কিছু বীমা পলিসিতে বীমা দাবি পাওয়ার পরেও পলিসিটি ঠিকমতো পূর্ণ মেয়াদে চালানো হলে মেয়াদপূর্তির টাকা পাওয়া যায়।
২৮
৩০
৩১
হ্যাঁ! একদম তাই।
তবে মনে রাখতে হবে বীমা দাবি বা মেয়াদপূর্তির টাকা সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য দরকার বীমা পলিসিটি ঠিকমতো পূর্ণ সময় ধরে চালানো।
MARCH
APRIL
MAY
JUNE
JULY

এমন কোনো পলিসি কি আছে যেখানে আর্থিক সুরক্ষাও আছে আবার সঞ্চয় করার সুযোগও থাকবে?
অবশ্যই আছে। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এরকম অনেক পলিসি আছে যা আপনাকে সঞ্চয়ের পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষাও দিবে।
তাই বীমা নেওয়ার সময় আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েটকে জানালে সে অনুযায়ী তিনি আপনার জন্য সঠিক বীমা পলিসিটি খুঁজে দিবেন।
ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট
পলিসি
মনে রাখা জরুরি, বীমার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আর্থিক সুরক্ষা দেওয়া।
বীমা
SECURITY

অনেকের কাছ থেকেই শুনতে পাই যে বীমার টাকা সহজে পাওয়া যায় না, এটা কি সত্যি?
যদিও এরকম একটি ধারণা প্রচলিত আছে, অনেকক্ষেত্রেই তা বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে না।
বীমা পলিসির মেয়াদ শেষে বা বীমা দাবির ক্ষেত্রে সব ডকুমেন্ট ঠিকমতো দিলে সময়মতো বীমার টাকা পাওয়া আপনার অধিকার।
এবং প্রতিটি বীমা কোম্পানির বীমা দাবি পরিশোধের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা আছে।
বীমা

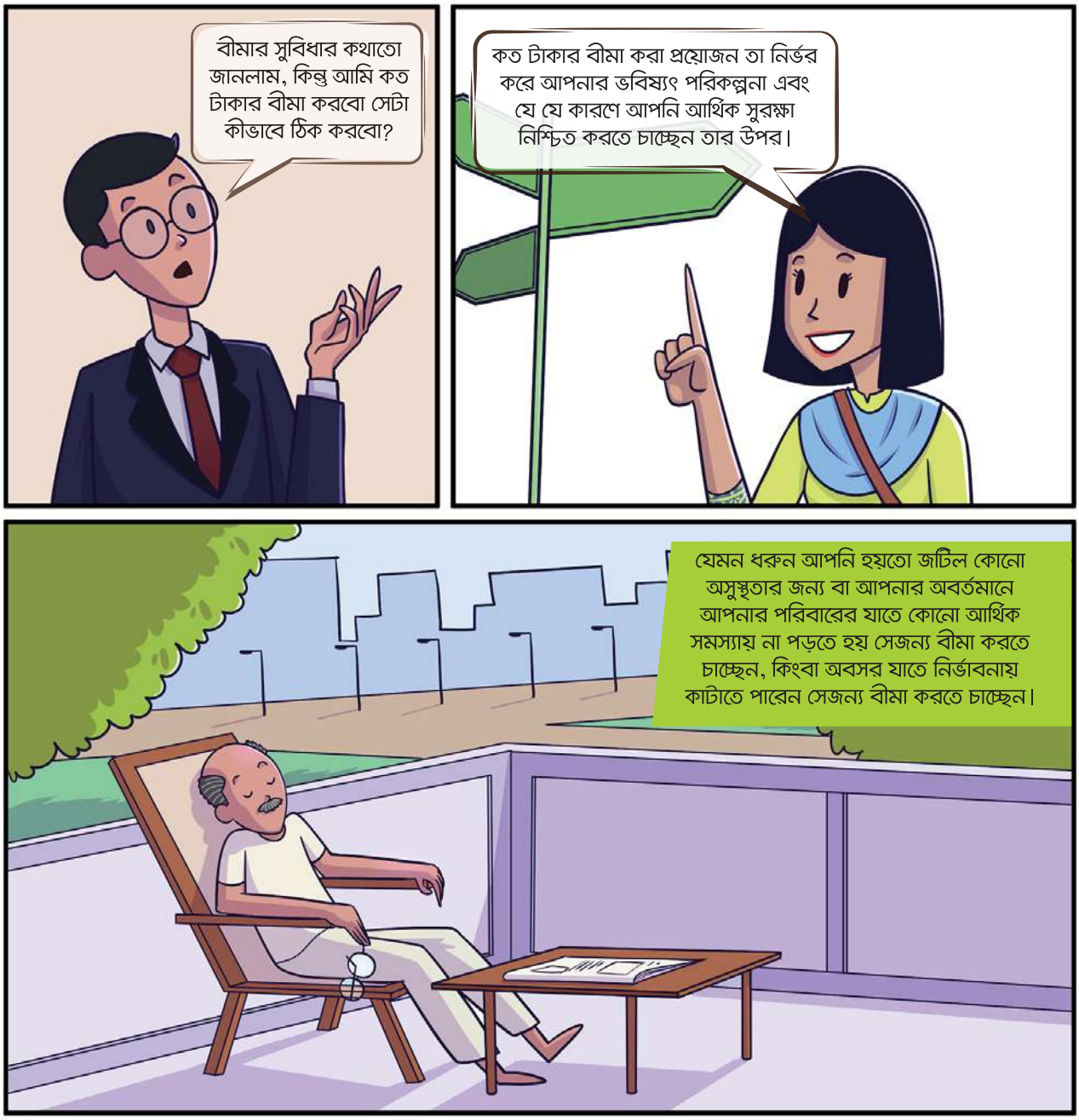
বীমার সুবিধার কথাতো জানলাম, কিন্তু আমি কত টাকার বীমা করবো সেটা কীভাবে ঠিক করবো?
কত টাকার বীমা করা প্রয়োজন তা নির্ভর করে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং যে যে কারণে আপনি আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন তার উপর।
যেমন ধরুন আপনি হয়তো জটিল কোনো অসুস্থতার জন্য বা আপনার অবর্তমানে আপনার পরিবারের যাতে কোনো আর্থিক সমস্যায় না পড়তে হয় সেজন্য বীমা করতে চাচ্ছেন, কিংবা অবসর যাতে নির্ভাবনায় কাটাতে পারেন সেজন্য বীমা করতে চাচ্ছেন।
তাই চিন্তা করে দেখুন ভবিষ্যতের ওই সময় আপনার কী পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হতে পারে।

কত বছরের জন্য বীমা করা উচিত?

এটি নির্ভর করে যে সময়সীমার জন্য আপনি আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে চাচ্ছেন তার উপর।

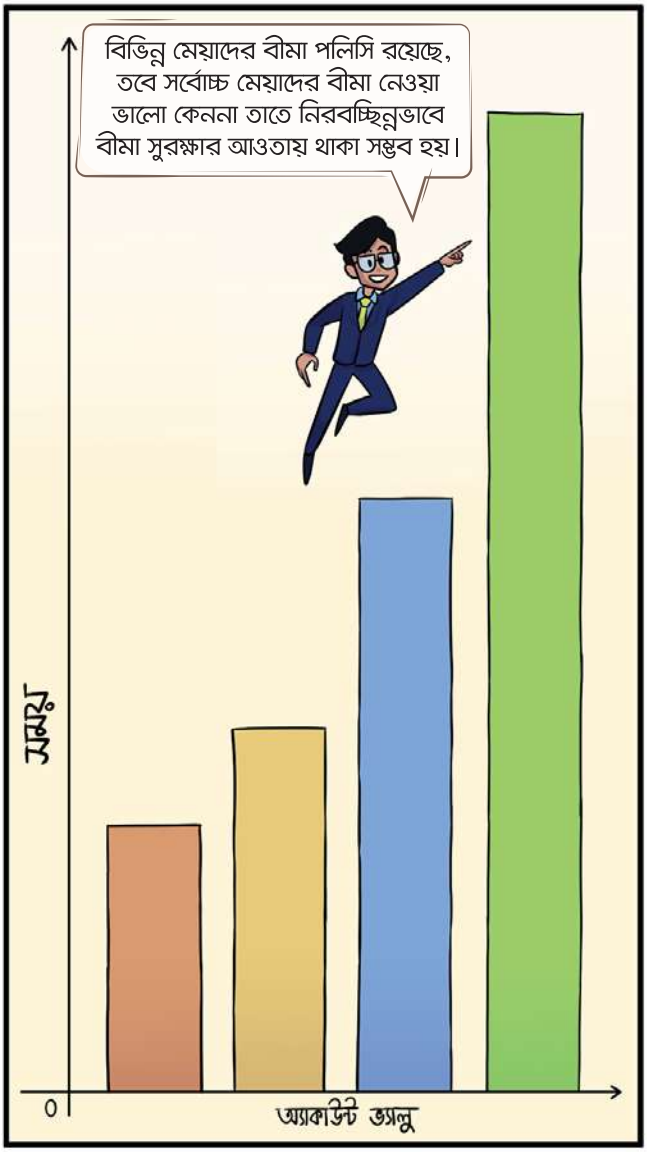
বিভিন্ন মেয়াদের বীমা পলিসি রয়েছে, তবে সর্বোচ্চ মেয়াদের বীমা নেওয়া ভালো কেননা তাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বীমা সুরক্ষার আওতায় থাকা সম্ভব হয়।
সময়
0
অ্যাকাউন্ট ভ্যালু

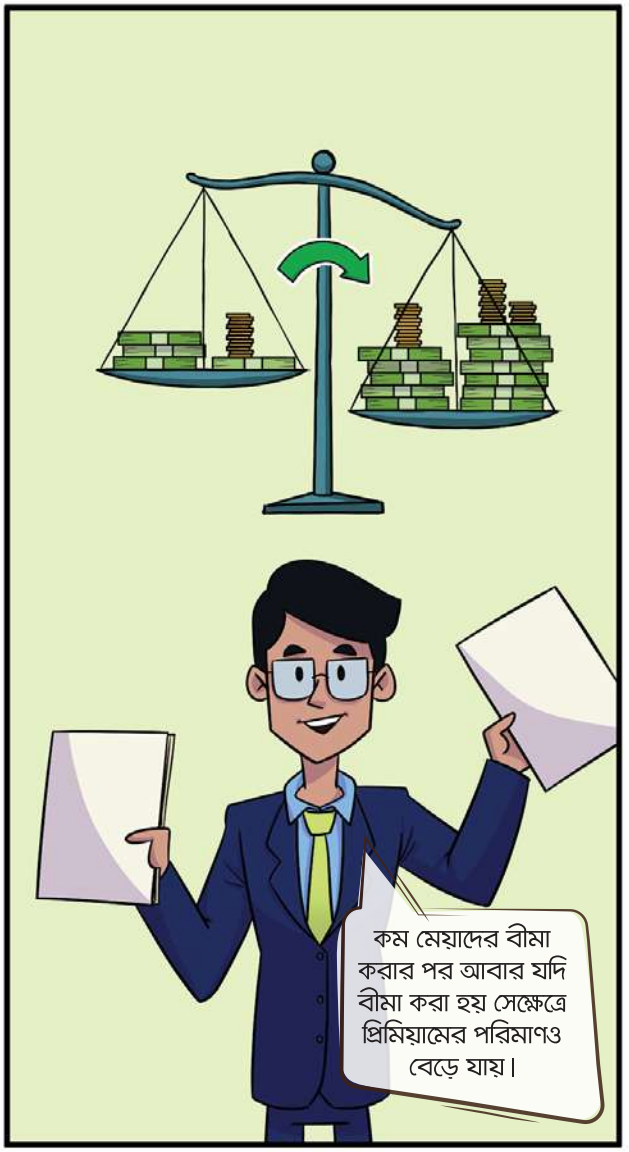
কম মেয়াদের বীমা করার পর আবার যদি বীমা করা হয় সেক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেড়ে যায়।

আমি কি একাধিক বীমা করতে পারবো?

জ্বি পারবেন। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনের নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সুরক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বীমা পলিসি নিতে পারবেন।

আর প্রিমিয়াম কি নিয়মিত দিতে হবে?

বীমার সুবিধা ঠিকমতো পাওয়ার জন্য নিয়মিত প্রিমিয়াম দেওয়া খুবই জরুরি। এখন প্রিমিয়াম দেওয়াও খুব সহজ। বুথে না গিয়ে ঘরে বসেই অনলাইনে বা মোবাইলে আপনি প্রিমিয়াম দিতে পারবেন।

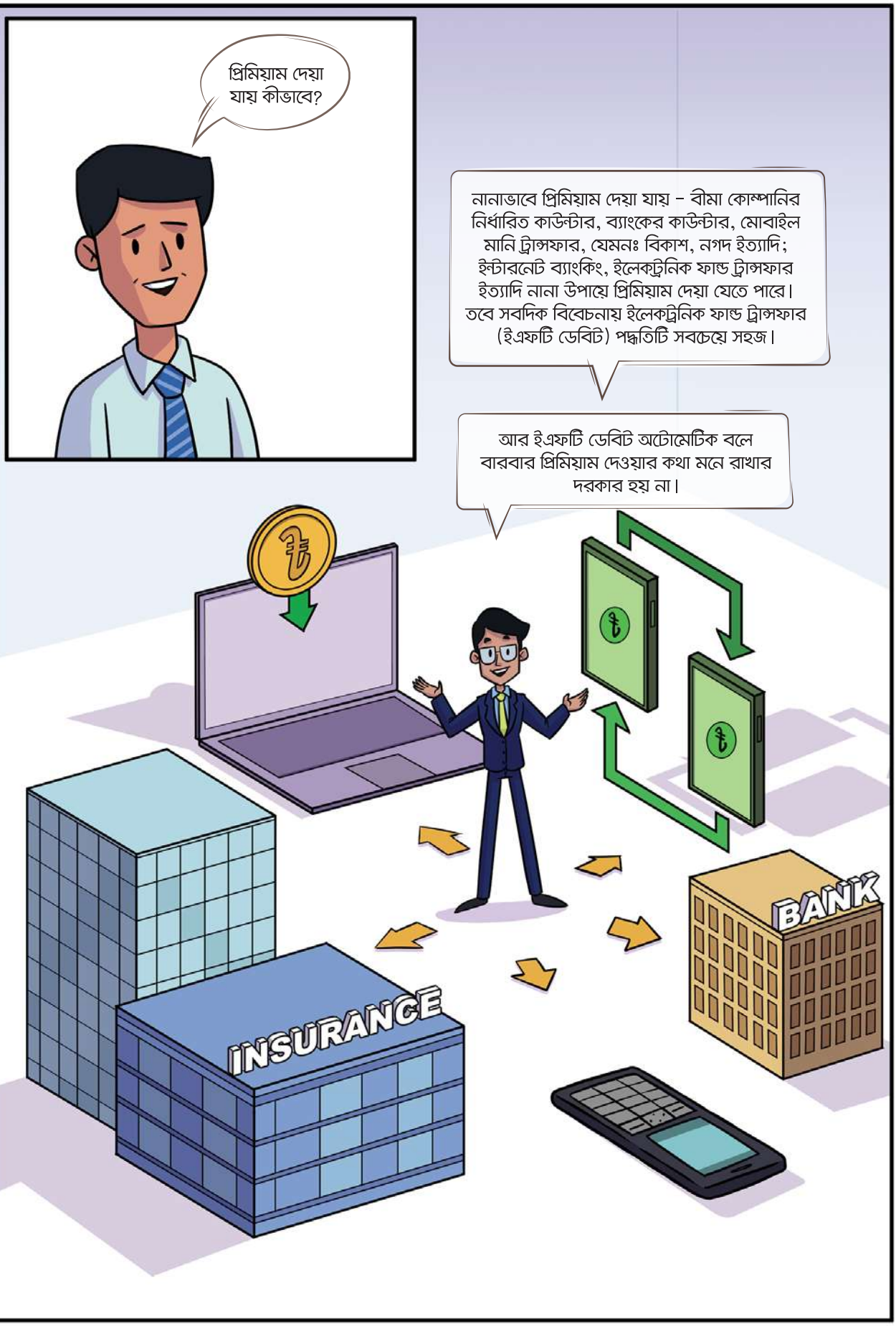
প্রিমিয়াম দেয়া যায় কীভাবে?
নানাভাবে প্রিমিয়াম দেয়া যায় – বীমা কোম্পানির নির্ধারিত কাউন্টার, ব্যাংকের কাউন্টার, মোবাইল মানি ট্রান্সফার, যেমনঃ বিকাশ, নগদ ইত্যাদি; ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ইত্যাদি নানা উপায়ে প্রিমিয়াম দেয়া যেতে পারে। তবে সবদিক বিবেচনায় ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি ডেবিট) পদ্ধতিটি সবচেয়ে সহজ।
আর ইএফটি ডেবিট অটোমেটিক বলে বারবার প্রিমিয়াম দেওয়ার কথা মনে রাখার দরকার হয় না।
INSURANCE
BANK

আচ্ছা, আমাদের একেকজনের প্রিমিয়ামের পরিমাণ একেক রকম কেন?

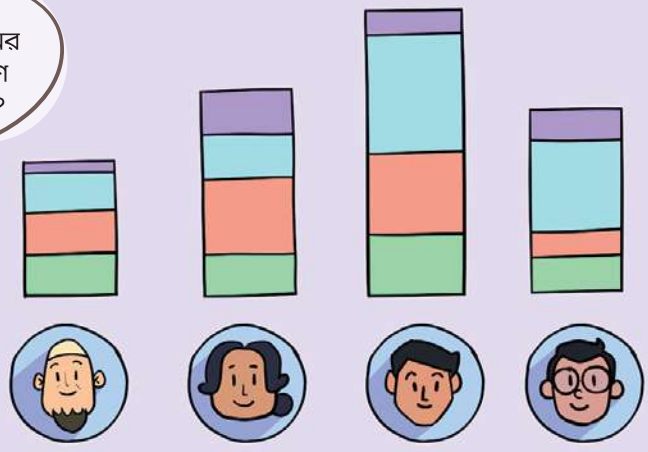

প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় পলিসির ফেইস ভ্যালু, পলিসির মেয়াদ, বীমা গ্রাহকের বয়স এবং স্বাস্থ্যের উপর ভিত্তি করে।

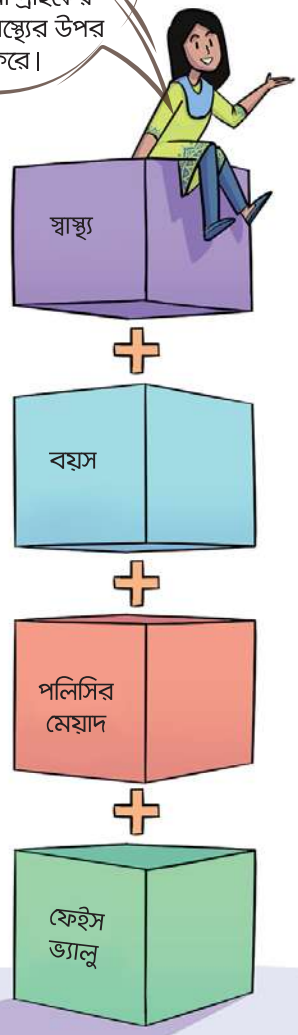

সেজন্যেই কারো বীমার ফেইস ভ্যালু একই হলেও অন্যান্য ভিন্নতার কারণে প্রিমিয়ামের পরিমাণ একেক রকম হয়।

এই প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন আপনার ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট।

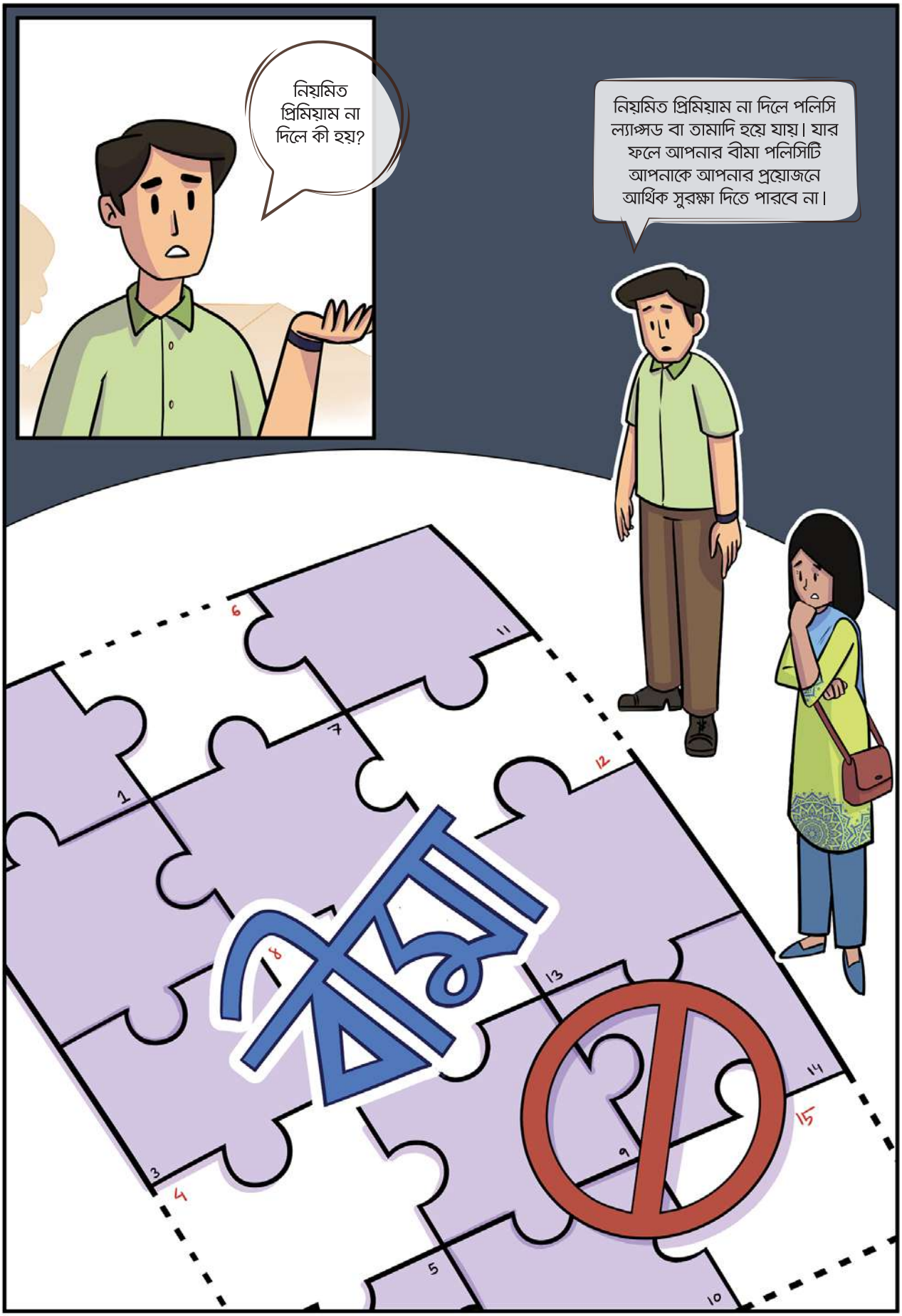
নিয়মিত প্রিমিয়াম না দিলে কী হয়?
নিয়মিত প্রিমিয়াম না দিলে পলিসি ল্যাপ্সড বা তামাদি হয়ে যায়। যার ফলে আপনার বীমা পলিসিটি আপনাকে আপনার প্রয়োজনে আর্থিক সুরক্ষা দিতে পারবে না।

পলিসি তামাদি হয়ে গেলে আবার চালু করবো কীভাবে?

বকেয়া প্রিমিয়াম জমা দিয়ে তামাদি পলিসি চালু করা যায়।
প্রিমিয়াম

তামাদি পলিসিটি চালু করতে শুরুতেই জেনে নিন পলিসিটি কতদিন ধরে তামাদি রয়েছে।

এ বিষয়ে সরাসরি আপনার বীমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা আপনার ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েটের সাহায্য নিয়ে তামাদি পলিসিটি চালু করতে পারেন।
ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট

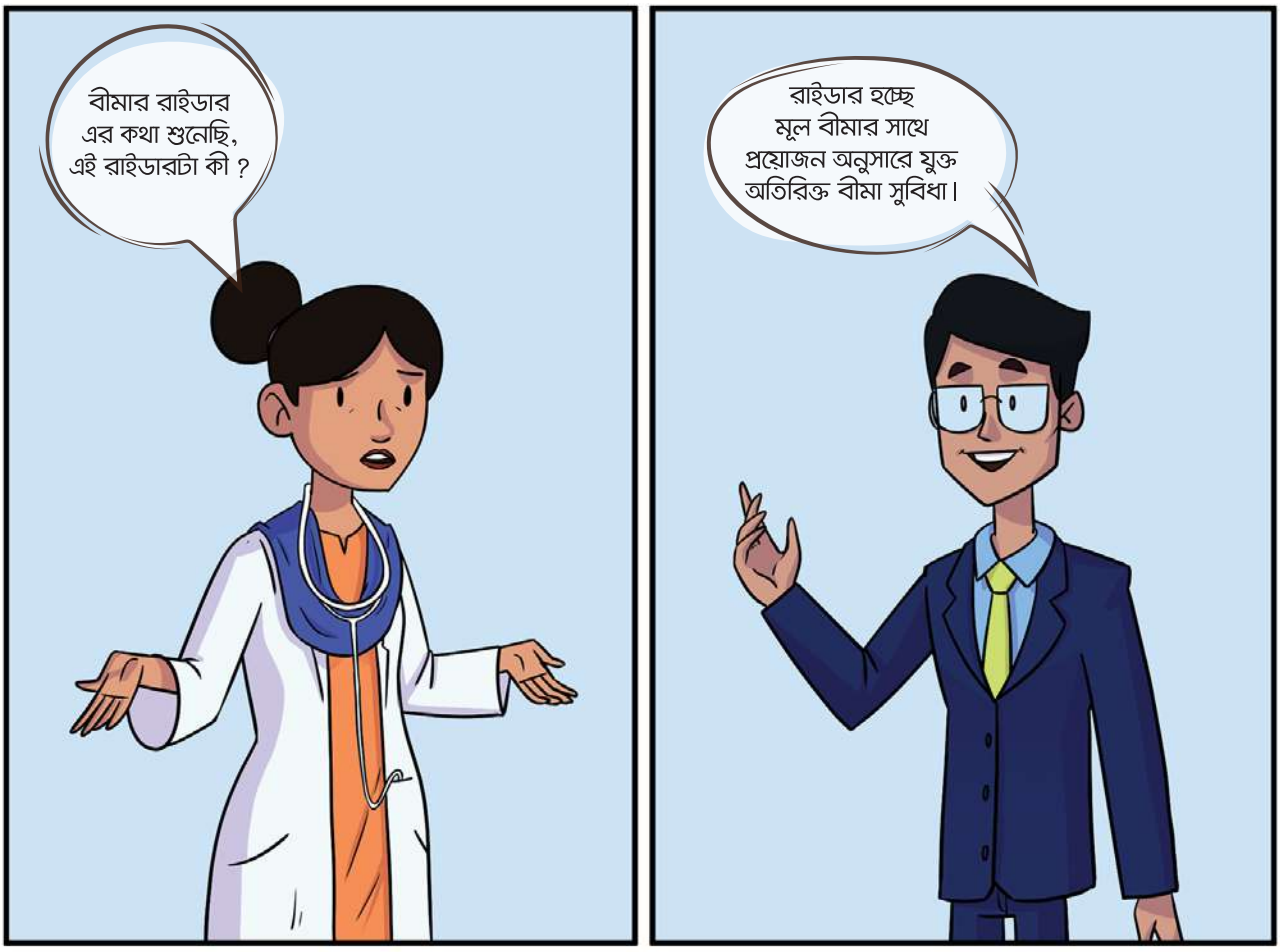
বীমার রাইডার এর কথা শুনেছি, এই রাইডারটা কী ?
রাইডার হচ্ছে মূল বীমার সাথে প্রয়োজন অনুসারে যুক্ত অতিরিক্ত বীমা সুবিধা।

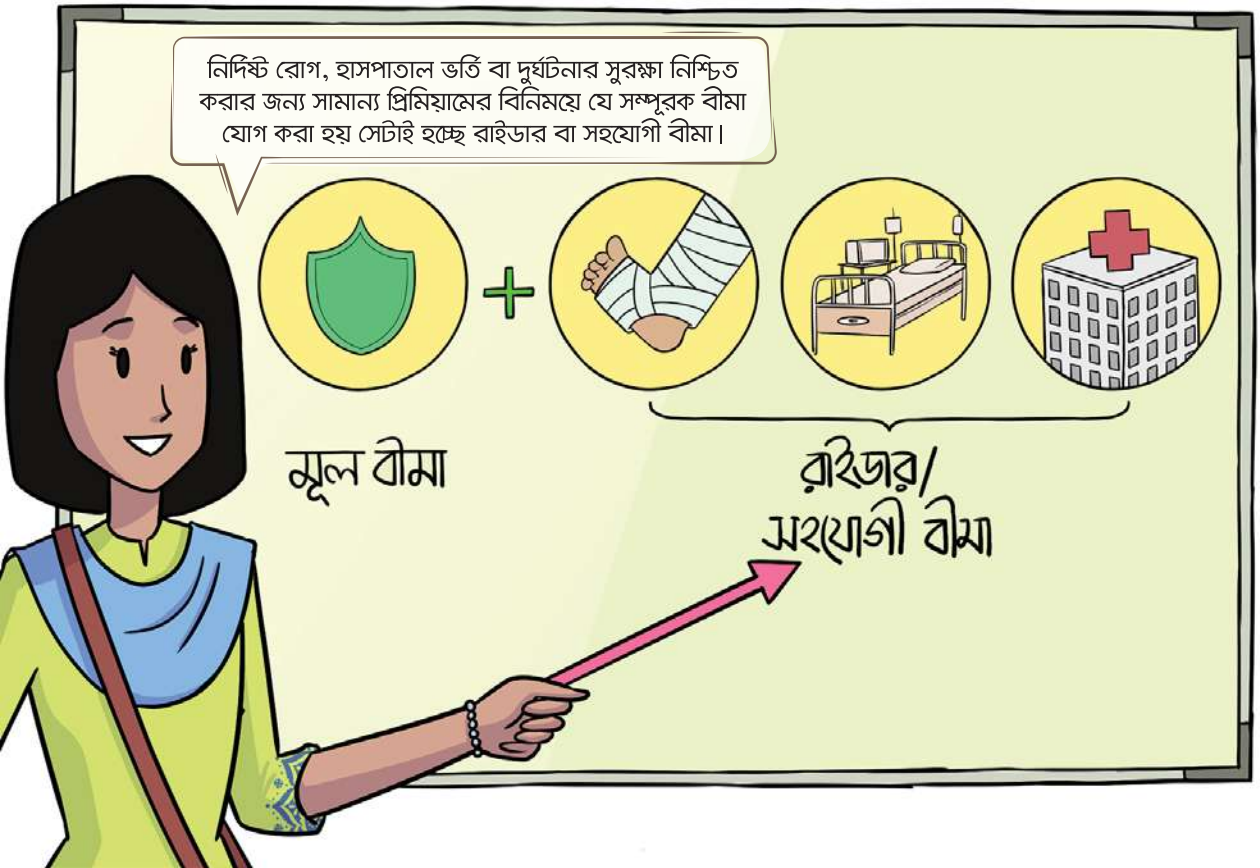
নির্দিষ্ট রোগ, হাসপাতাল ভর্তি বা দুর্ঘটনার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সামান্য প্রিমিয়ামের বিনিময়ে যে সম্পূরক বীমা যোগ করা হয় সেটাই হচ্ছে রাইডার বা সহযোগী বীমা।
মূল বীমা
রাইডার/ সহযোগী বীমা

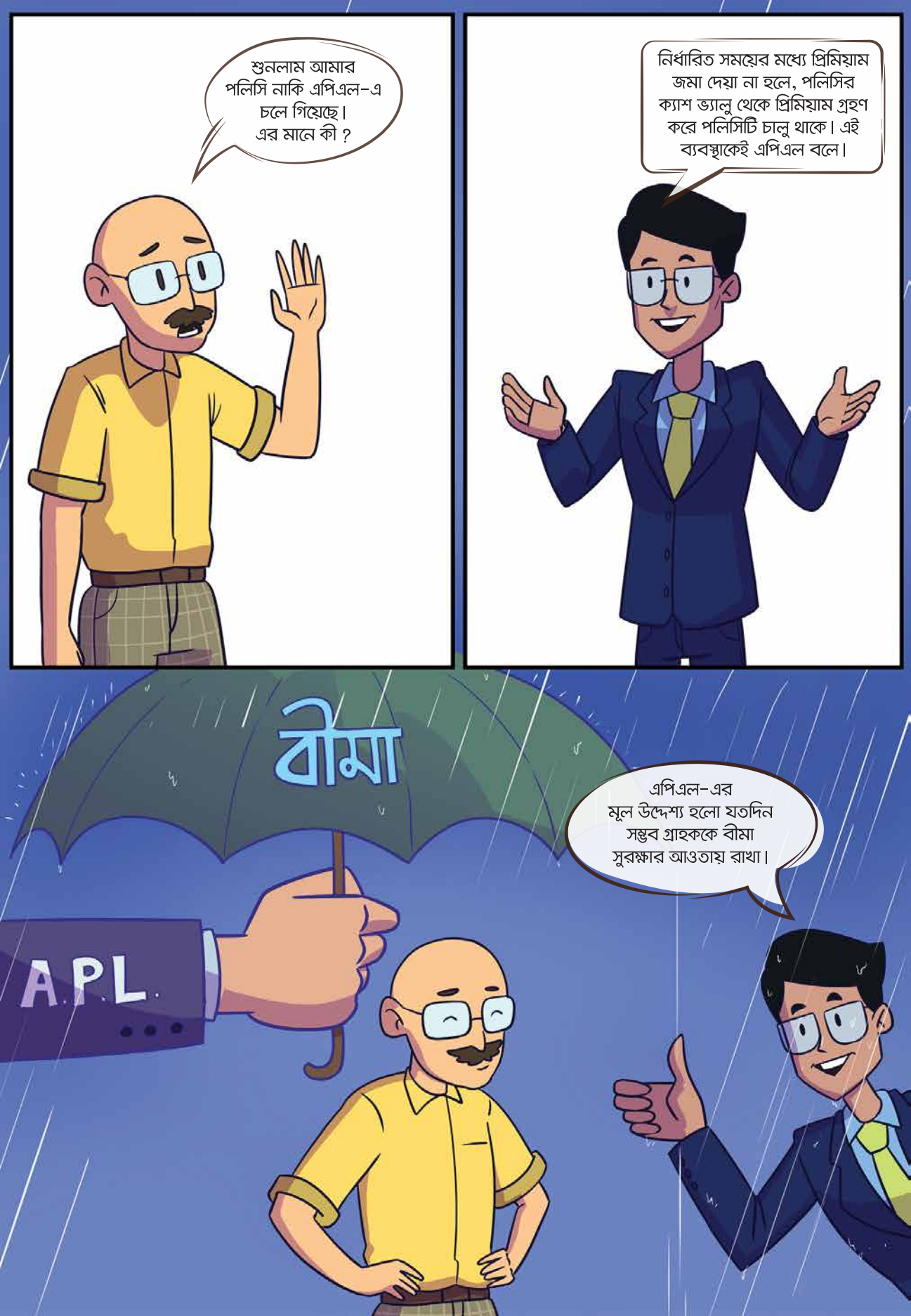
শুনলাম আমার পলিসি নাকি এপিএল-এ চলে গিয়েছে। এর মানে কী ?
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রিমিয়াম জমা দেয়া না হলে, পলিসির ক্যাশ ভ্যালু থেকে প্রিমিয়াম গ্রহণ করে পলিসিটি চালু থাকে। এই ব্যবস্থাকেই এপিএল বলে।
বীমা
APL
এপিএল-এর মূল উদ্দেশ্য হলো যতদিন সম্ভব গ্রাহককে বীমা সুরক্ষার আওতায় রাখা।

আমি তো এখনো সুস্থ আছি, আমার বয়সও কম। আমার কি বীমা করা উচিত?

কম বয়সে বীমা করাটাই ভালো। কেননা বয়স কম থাকে বলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ কম হয়।

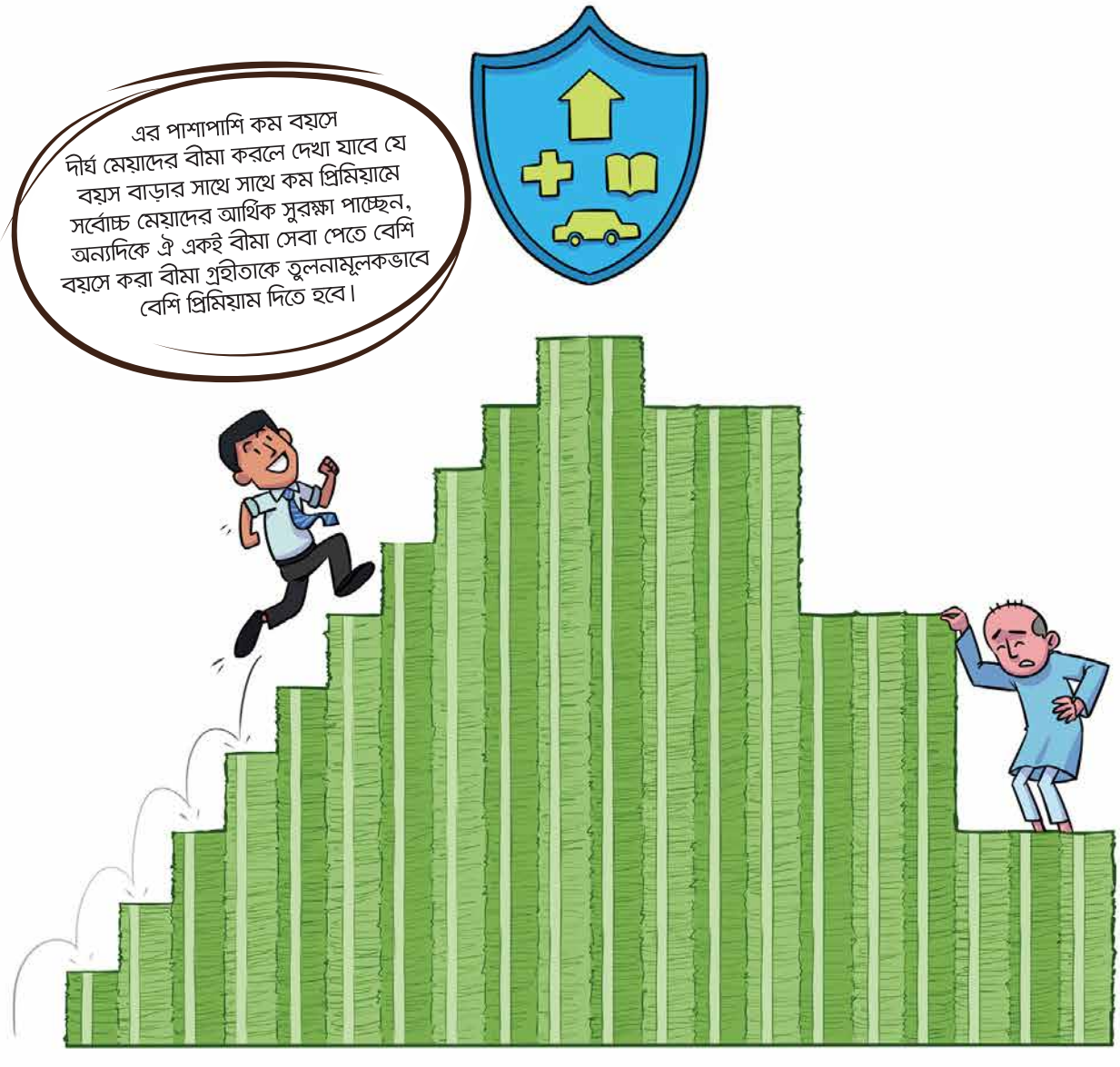

এর পাশাপাশি কম বয়সে দীর্ঘ মেয়াদের বীমা করলে দেখা যাবে যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে কম প্রিমিয়ামে সর্বোচ্চ মেয়াদের আর্থিক সুরক্ষা পাচ্ছেন, অন্যদিকে ঐ একই বীমা সেবা পেতে বেশি বয়সে করা বীমা গ্রহীতাকে তুলনামূলকভাবে বেশি প্রিমিয়াম দিতে হবে।

আমার তো অফিস থেকেই বীমা করা আছে, আবার কি আলাদা করে বীমা করার দরকার আছে?
অফিস থেকে যে বীমা সুবিধা দেয়া হয় তা আপনার সব প্রয়োজন পূরণ না-ও করতে পারে। যেমন আপনার সন্তানের লেখাপড়া নিশ্চিত করা বা অবসর জীবনে স্বনির্ভর থাকা। তাই ব্যক্তিগত বীমা থাকাই ভালো।

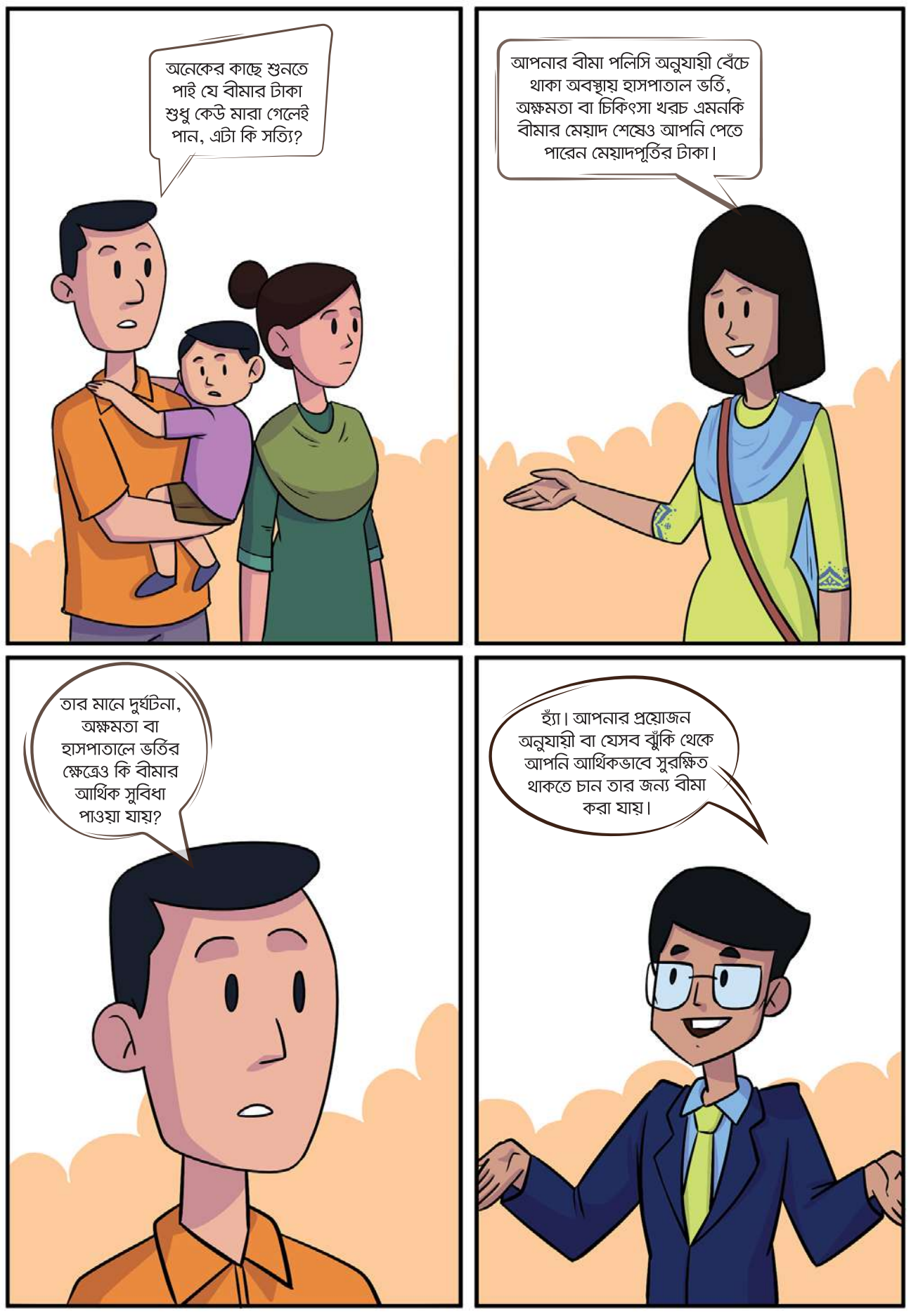
অনেকের কাছে শুনতে পাই যে বীমার টাকা শুধু কেউ মারা গেলেই পান, এটা কি সত্যি?
আপনার বীমা পলিসি অনুযায়ী বেঁচে থাকা অবস্থায় হাসপাতাল ভর্তি, অক্ষমতা বা চিকিৎসা খরচ এমনকি বীমার মেয়াদ শেষেও আপনি পেতে পারেন মেয়াদপূর্তির টাকা।
তার মানে দুর্ঘটনা, অক্ষমতা বা হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রেও কি বীমার আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়?
হ্যাঁ। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বা যেসব ঝুঁকি থেকে আপনি আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে চান তার জন্য বীমা করা যায়।

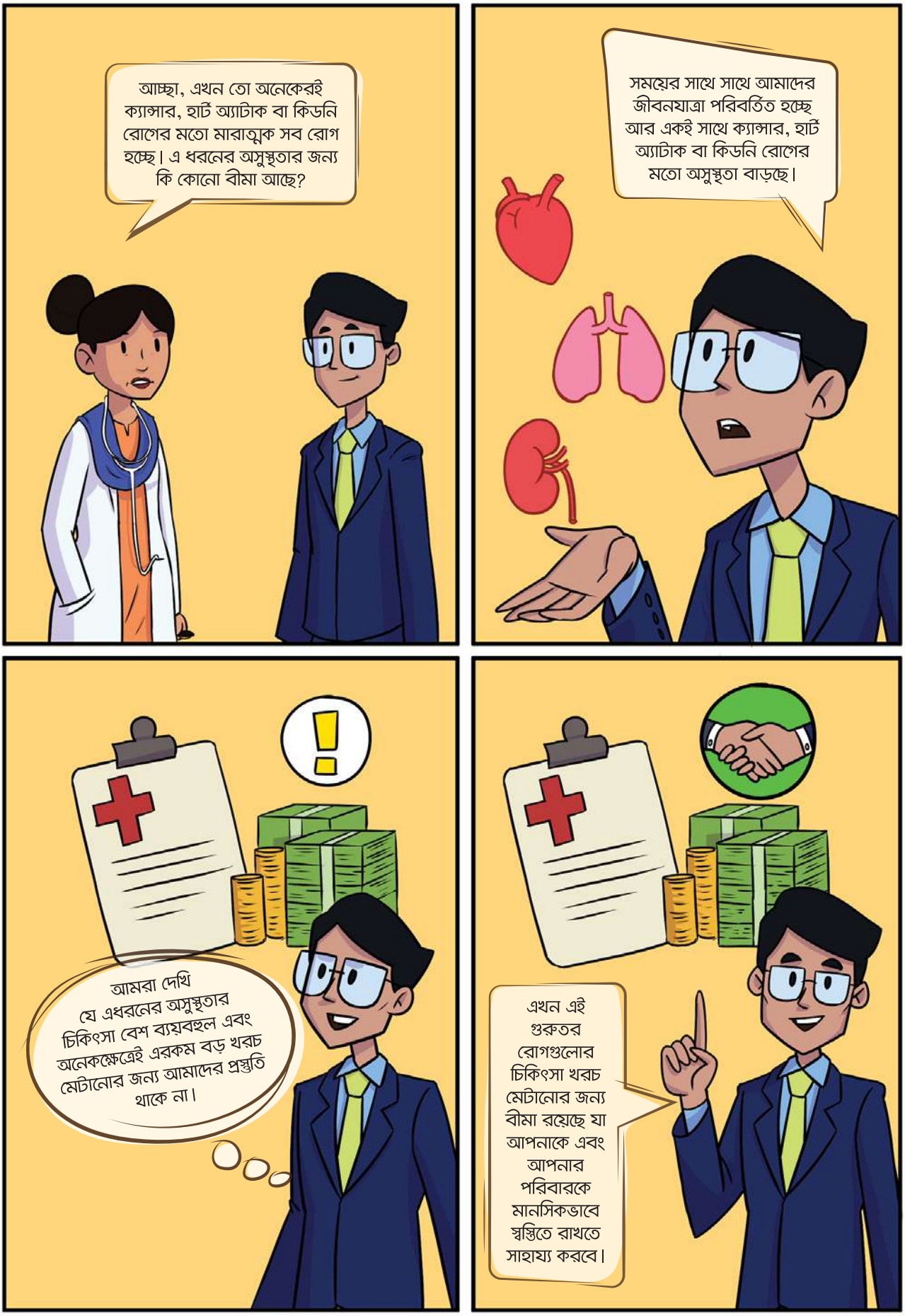
আচ্ছা, এখন তো অনেকেরই ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক বা কিডনি রোগের মতো মারাত্মক সব রোগ হচ্ছে। এ ধরনের অসুস্থতার জন্য কি কোনো বীমা আছে?
সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হচ্ছে আর একই সাথে ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক বা কিডনি রোগের মতো অসুস্থতা বাড়ছে।
আমরা দেখি যে এধরনের অসুস্থতার চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল এবং অনেকক্ষেত্রেই এরকম বড় খরচ মেটানোর জন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকে না।
এখন এই গুরুতর রোগগুলোর চিকিৎসা খরচ মেটানোর জন্য বীমা রয়েছে যা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে মানসিকভাবে স্বস্তিতে রাখতে সাহায্য করবে।

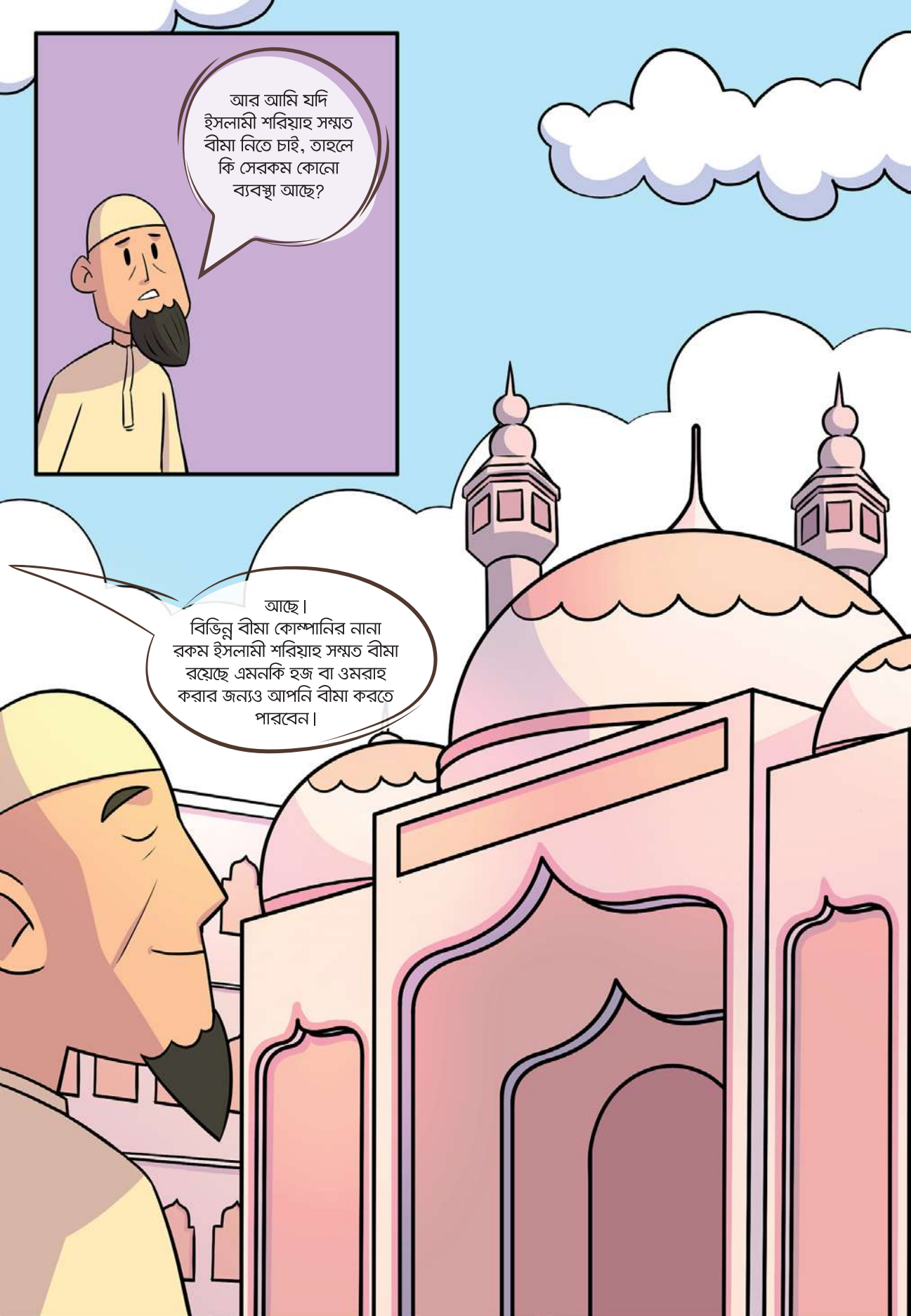
আর আমি যদি ইসলামী শরিয়াহ সম্মত বীমা নিতে চাই, তাহলে কি সেরকম কোনো ব্যবস্থা আছে?
আছে। বিভিন্ন বীমা কোম্পানির নানা রকম ইসলামী শরিয়াহ সম্মত বীমা রয়েছে এমনকি হজ বা ওমরাহ করার জন্যও আপনি বীমা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে তো এখন অনেক জীবন বীমা কোম্পানি। আমি কীভাবে ঠিক করবো কার কাছ থেকে বীমা নিবো?
প্রথমেই দেখুন আপনি যে কারণে বীমা করতে চাচ্ছেন সেই ধরনের বীমা কোন কোম্পানিটি দিচ্ছে। সাধারণত কোম্পানির ওয়েবসাইটে তাদের বীমা প্রোডাক্ট বা সেবাগুলোর বর্ণনা দেওয়া থাকে। আপনি এই ব্যাপারে ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েটের সাথেও কথা বলতে পারেন।
WWW.METLIFE.COM.BD
তারপরেই খোঁজ নিন কোম্পানিটির সুনাম বা রেপুটেশন সম্পর্কে। আপনি আপনার বন্ধু বা সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন এই কোম্পানিটি নিয়ে তাদের মন্তব্য কী?
বীমার সাথে যেহেতু আপনার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি জড়িত, তাই কোম্পানিটি বিগত বছরগুলোতে কী পরিমাণ বীমা দাবি পরিশোধ করেছে এবং কত সময়ের মধ্যে বীমা দাবি পরিশোধ করা হয় তার ব্যাপারে খোঁজ নিন। এই তথ্যগুলো আপনি জেনে নিতে পারবেন কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে অথবা আপনার ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েটের কাছ থেকে। এসব ব্যাপারে জেনে তারপর আপনার সিদ্ধান্তটি নিন।
FILES

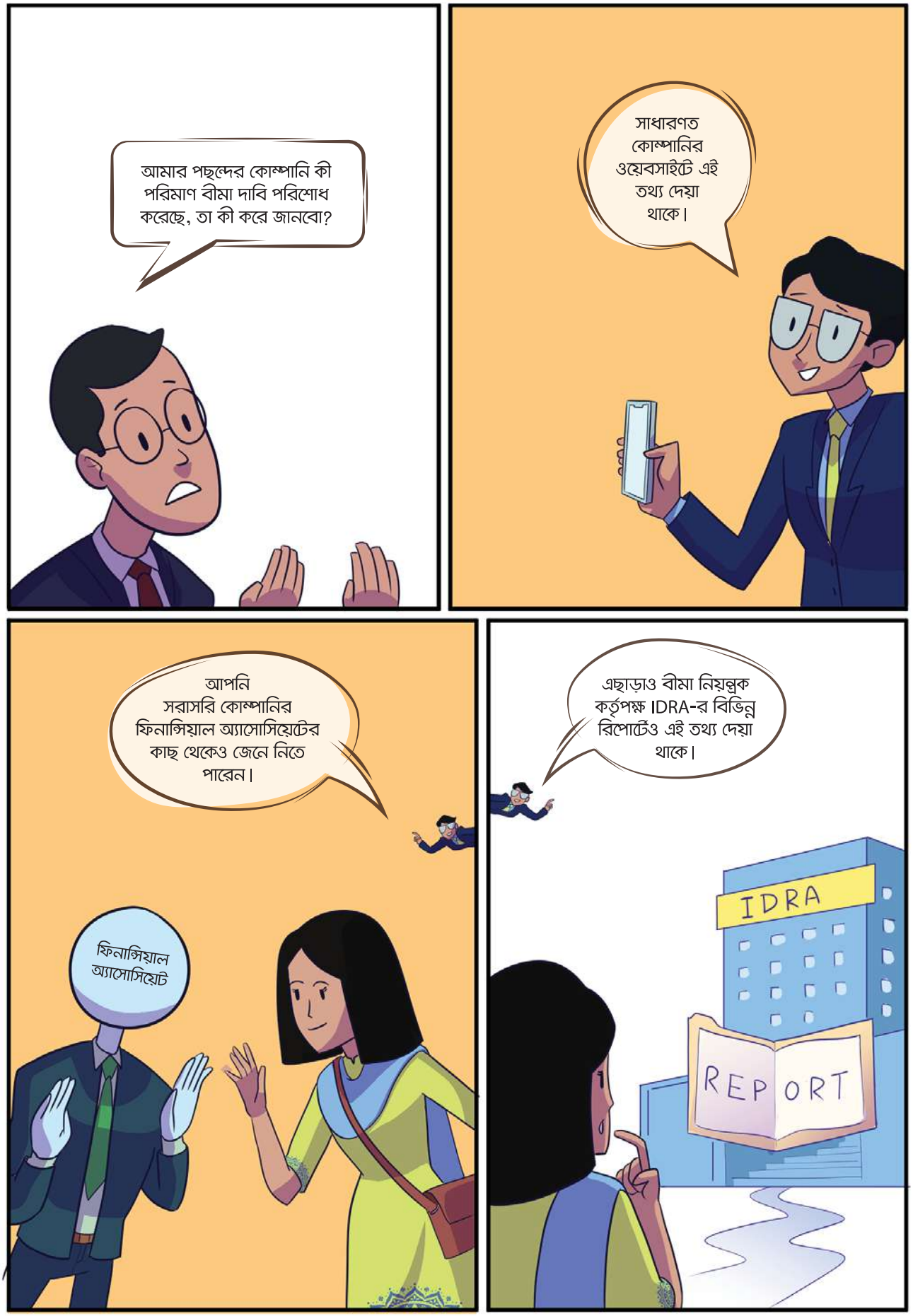
আমার পছন্দের কোম্পানি কী পরিমাণ বীমা দাবি পরিশোধ করেছে, তা কী করে জানবো?
সাধারণত কোম্পানির ওয়েবসাইটে এই তথ্য দেয়া থাকে।
আপনি সরাসরি কোম্পানির ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েটের কাছ থেকেও জেনে নিতে পারেন।
ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট
এছাড়াও বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ IDRA-র বিভিন্ন রিপোর্টেও এই তথ্য দেয়া থাকে।
IDRA
REPORT

বীমার টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়া নাকি বেশ জটিল আর বীমার টাকা পেতে নাকি অনেক সময় লাগে?

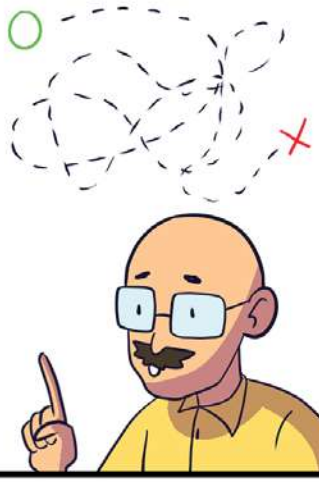

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে এটি একটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা। প্রতিটি বীমা কোম্পানির বীমা দাবি পরিশোধের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা আছে।

সব কাগজপত্র ঠিকমতো জমা দিলে আপনার বীমা কোম্পানি সময়মতো আপনার দাবি পরিশোধে বাধ্য।

এছাড়াও, এখন কোম্পানিগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বা তাদের গ্রাহকসেবা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে বীমা দাবির প্রক্রিয়াটিও অনেক সহজ করে ফেলেছে।

আচ্ছা এমন যদি হয় যে, পলিসিটি কিছুদিন চালিয়ে আমি ভেঙে ফেলতে চাই, তখন কী হবে?
প্রিমিয়াম ১
প্রিমিয়াম ২
প্রিমিয়াম ৩
প্রিমিয়াম ৪
প্রিমি
য়াম
মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই পলিসি ভেঙে ফেললে তাকে পলিসি সারেন্ডার বলে।
বীমা কোম্পানি
যেহেতু শুরু থেকেই বীমা কোম্পানি আপনাকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত আর্থিক সুরক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে
বীমা কোম্পানি
তাই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পলিসি ভেঙে বা সারেন্ডার করে ফেললে এই পলিসির উপর সারেন্ডার চার্জ আরোপ করা হয়।
মেয়াদ
গ্র্যান্ড প্রাইজ

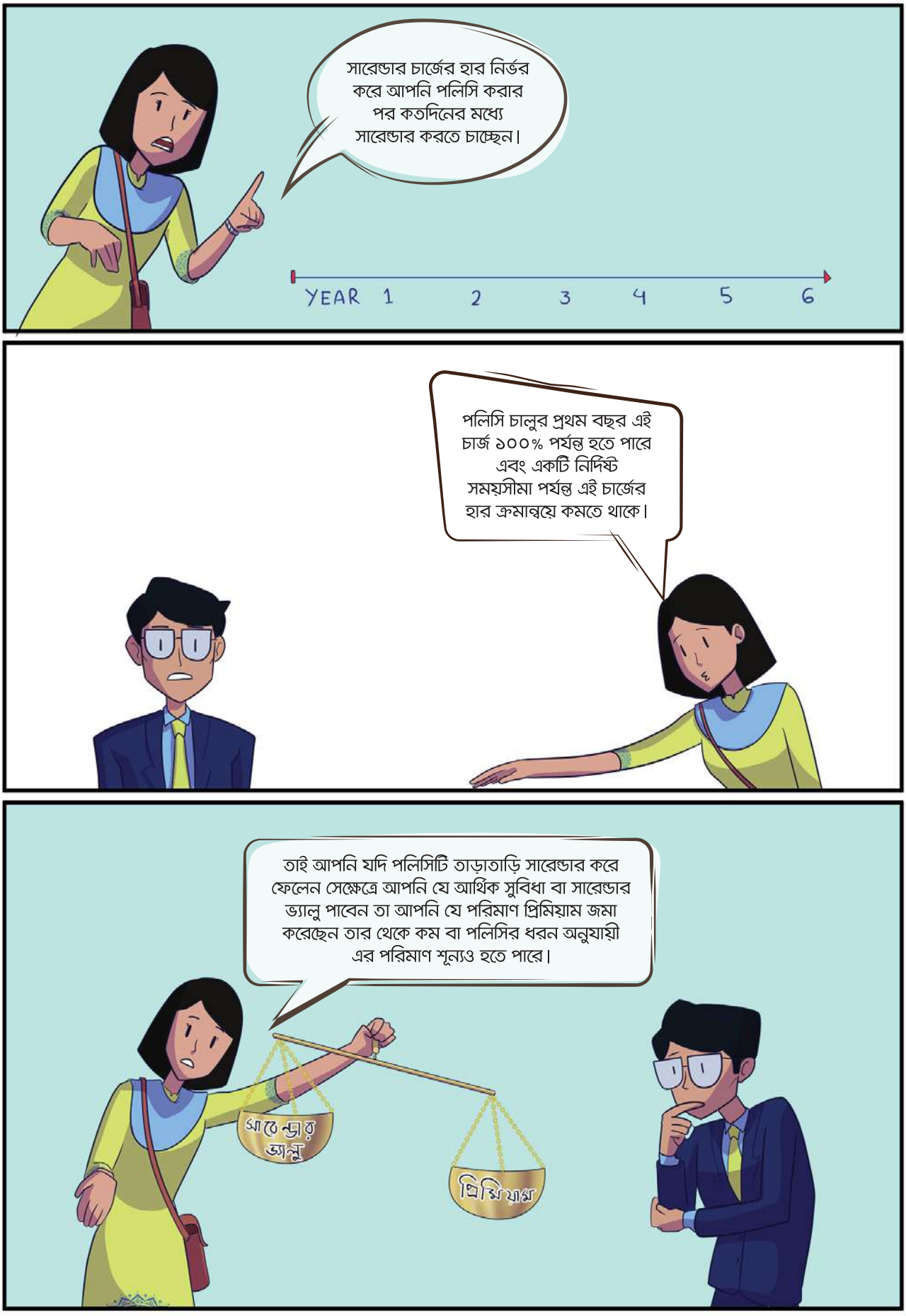
সারেন্ডার চার্জের হার নির্ভর করে আপনি পলিসি করার পর কতদিনের মধ্যে সারেন্ডার করতে চাচ্ছেন।
YEAR 1 2 3 4 5 6
পলিসি চালুর প্রথম বছর এই চার্জ ১০০% পর্যন্ত হতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত এই চার্জের হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।
তাই আপনি যদি পলিসিটি তাড়াতাড়ি সারেন্ডার করে ফেলেন সেক্ষেত্রে আপনি যে আর্থিক সুবিধা বা সারেন্ডার ভ্যালু পাবেন তা আপনি যে পরিমাণ প্রিমিয়াম জমা করেছেন তার থেকে কম বা পলিসির ধরন অনুযায়ী এর পরিমাণ শূন্যও হতে পারে।
সারেন্ডার ভ্যালু
প্রিমিয়াম

তার মানে সারেন্ডার না করে পলিসি চালিয়ে যাওয়াই ভালো?
নিঃসন্দেহে। পলিসি সারেন্ডার করলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত আর্থিক সুরক্ষা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
তাই পলিসি সারেন্ডার করার আগে চিন্তা করে দেখুন সত্যিই আপনার পলিসিটি ভাঙা প্রয়োজন কি না এবং ভবিষ্যতের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবেলায় আপনি আর্থিকভাবে প্রস্তুত কি না।
CONTRACT
আপনার বিদ্যমান পলিসিটি সারেন্ডার করে যদি ভবিষ্যতে নতুন করে আবার পলিসি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার প্রদেয় প্রিমিয়াম বর্তমানের থেকে বেশি হবে যেহেতু আপনার বয়স ও অন্যান্য ঝুঁকি ততদিনে বেড়ে যাবে।
পুরোতন বীমা পলিসি
নতুন বীমা পলিসি

আমি যদি বীমা করি, তাহলে আমার পরিবারের সদস্যদের কি কোনো সুবিধা আছে?

অবশ্যই আছে। বীমা করে আপনি যেমন নিশ্চিত থাকতে পারেন তেমনি আপনার অবর্তমানে মনোনীত বেনিফিশিয়ারি হিসেবে আপনার পরিবারের সদস্যরাও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারবেন।

ধরুন যদি এমন হয় যে আমার কোনো দুর্ঘটনা হলো বা মৃত্যু হলো, তাহলে বীমার টাকা পেতে আমার বেনিফিশিয়ারির কি কোনো সমস্যা হবে?

এক্ষেত্রে বীমার টাকা পেতে আপনার বেনিফিশিয়ারির কোনো সমস্যাই হবে না।

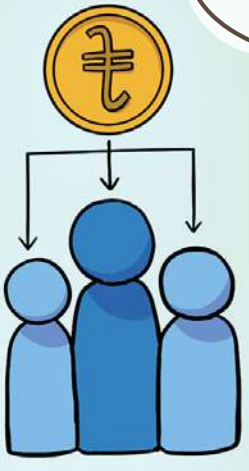

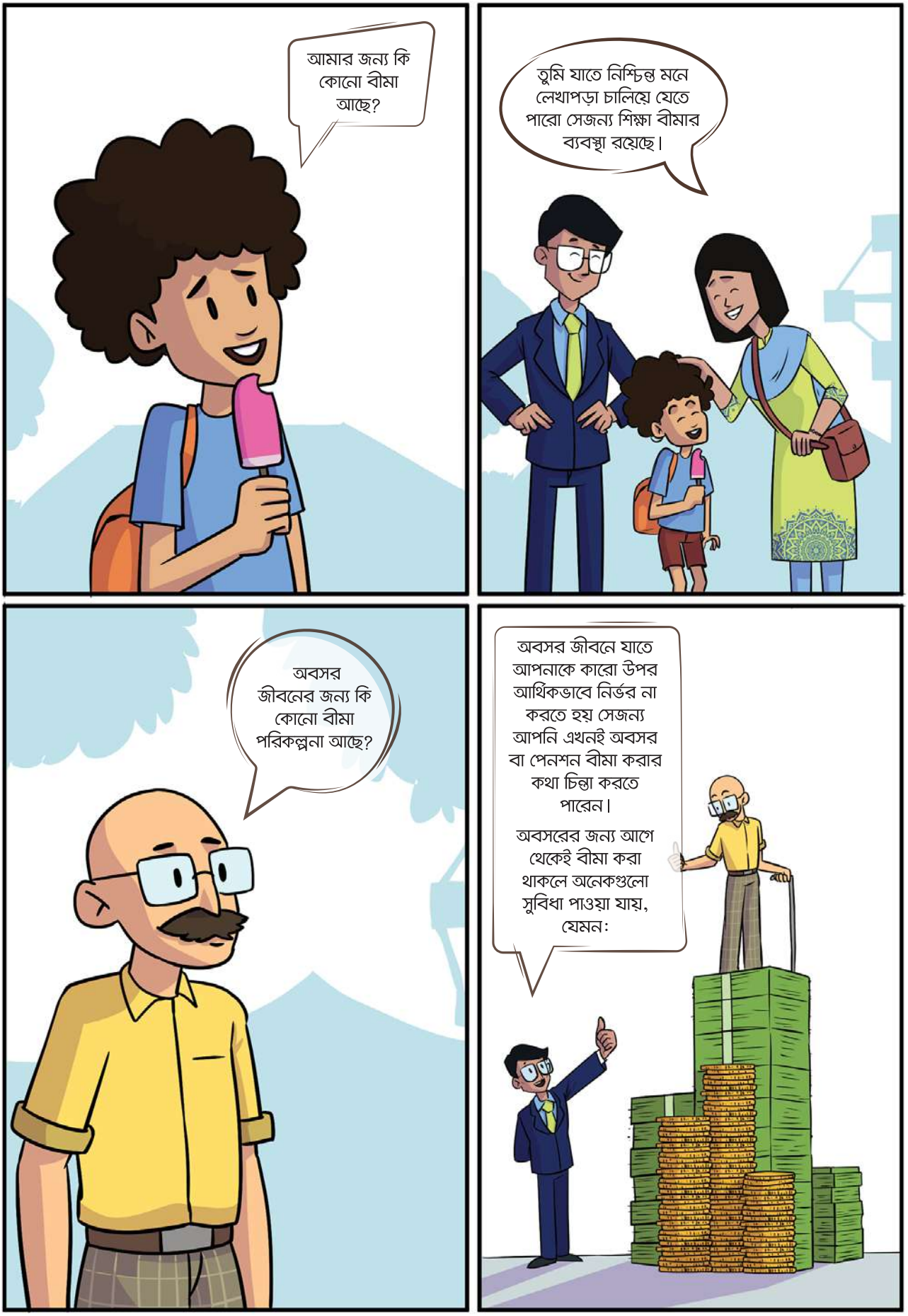
আমার জন্য কি কোনো বীমা আছে?
তুমি যাতে নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারো সেজন্য শিক্ষা বীমার ব্যবস্থা রয়েছে।
অবসর জীবনের জন্য কি কোনো বীমা পরিকল্পনা আছে?
অবসর জীবনে যাতে আপনাকে কারো উপর আর্থিকভাবে নির্ভর না করতে হয় সেজন্য আপনি এখনই অবসর বা পেনশন বীমা করার কথা চিন্তা করতে পারেন।
অবসরের জন্য আগে থেকেই বীমা করা থাকলে অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যায়, যেমন:

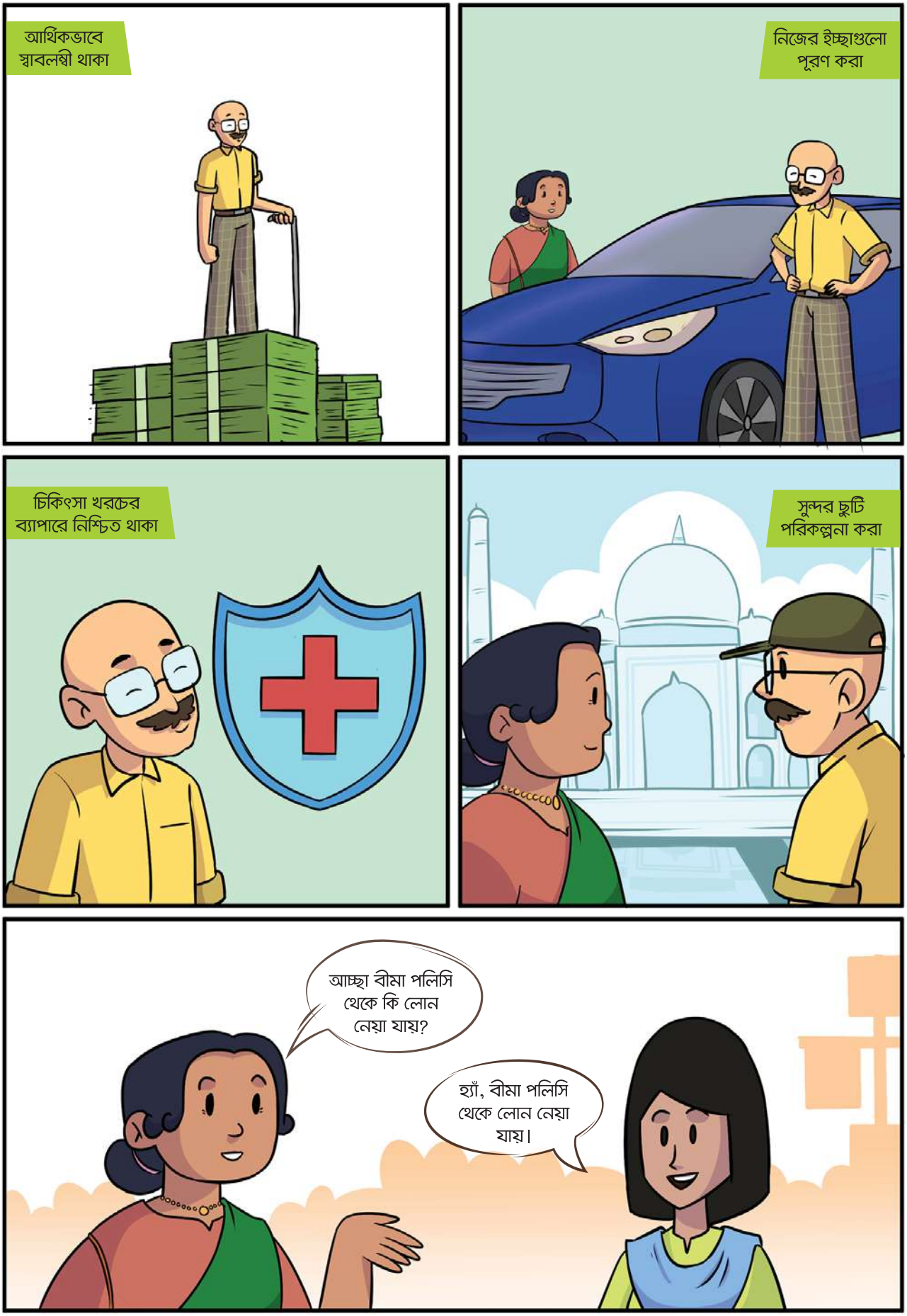
আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী থাকা
নিজের ইচ্ছাগুলো পূরণ করা
চিকিৎসা খরচের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা
সুন্দর ছুটি পরিকল্পনা করা
আচ্ছা বীমা পলিসি থেকে কি লোন নেয়া যায়?
হ্যাঁ, বীমা পলিসি থেকে লোন নেয়া যায়।

এবার মনে হচ্ছে পলিসি করেই ফেলবো। আচ্ছা পলিসি করার পর কী করতে হবে?

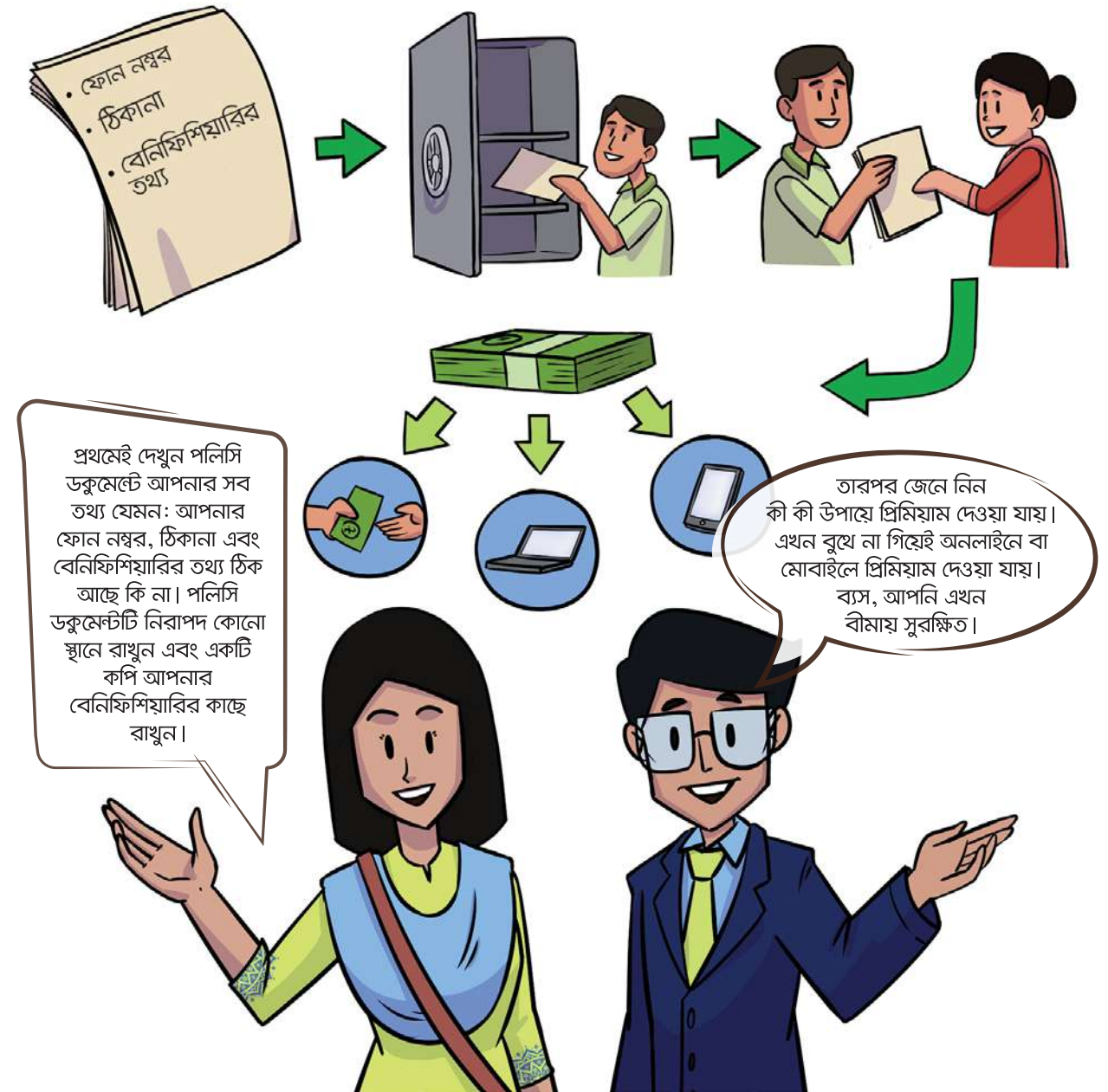
• ফোন নম্বর
• ঠিকানা
• বেনিফিশিয়ারির তথ্য
প্রথমেই দেখুন পলিসি ডকুমেন্টে আপনার সব তথ্য যেমন: আপনার ফোন নম্বর, ঠিকানা এবং বেনিফিশিয়ারির তথ্য ঠিক আছে কি না। পলিসি ডকুমেন্টটি নিরাপদ কোনো স্থানে রাখুন এবং একটি কপি আপনার বেনিফিশিয়ারির কাছে রাখুন।
তারপর জেনে নিন কী কী উপায়ে প্রিমিয়াম দেওয়া যায়। এখন বুথে না গিয়েই অনলাইনে বা মোবাইলে প্রিমিয়াম দেওয়া যায়। ব্যস, আপনি এখন বীমায় সুরক্ষিত।

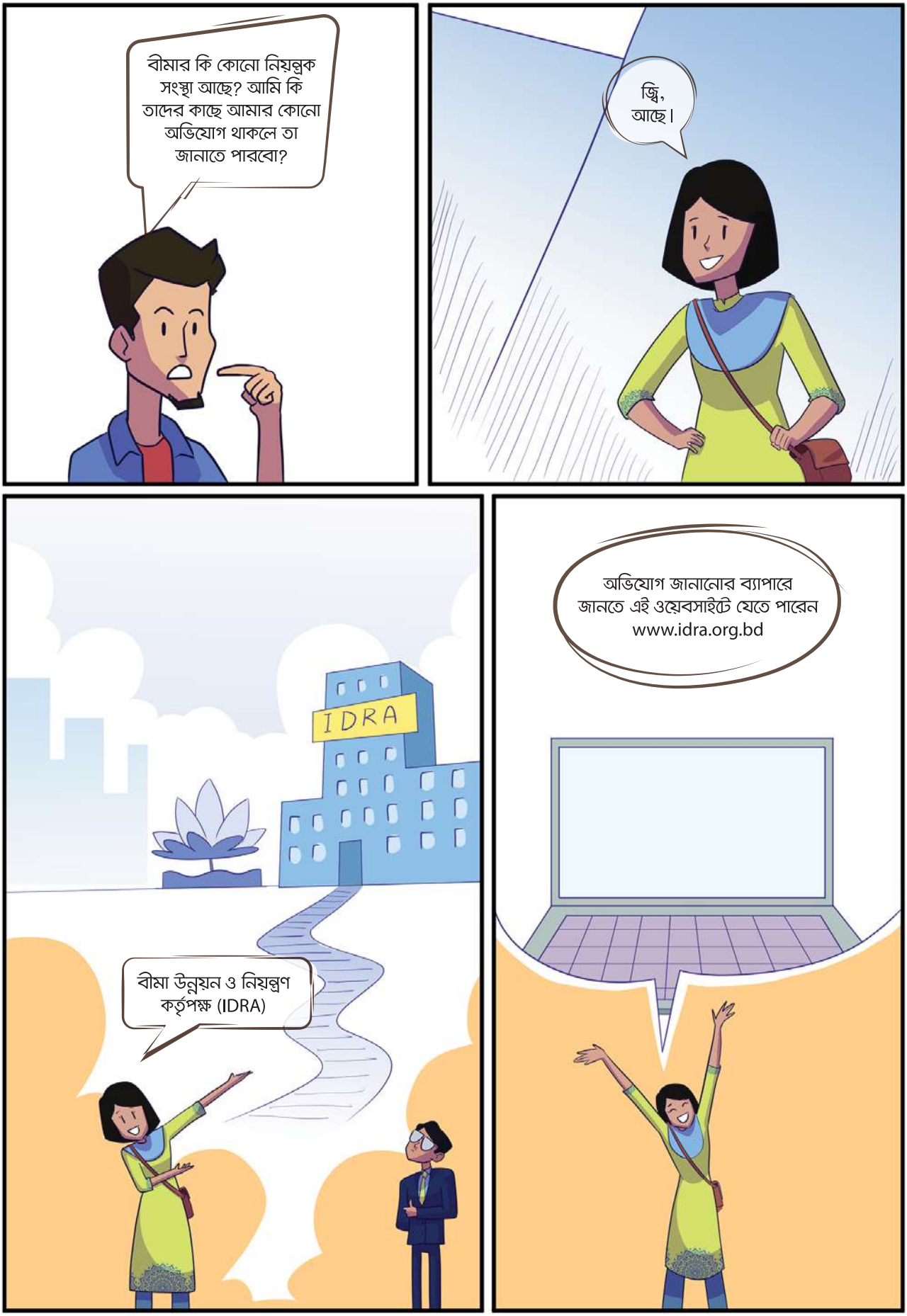
বীমার কি কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা আছে? আমি কি তাদের কাছে আমার কোনো অভিযোগ থাকলে তা জানাতে পারবো?
জ্বি, আছে।
IDRA
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA)
অভিযোগ জানানোর ব্যাপারে জানতে এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন www.idra.org.bd

ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি সকলের বীমা নিয়ে যেসব প্রশ্ন ছিল তার উত্তর দিতে পেরেছি। এছাড়াও আপনাদের অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের অফিসে এসে বা কল সেন্টারেও কথা বলতে পারেন।

অসাধারণ ছিল আপু সেশনটা।
চলো নামি।
তুমিও তো ভালোই বললে!
বাবা শুনো, আমার বীমা নিয়ে অনেক ভয় ছিল। তোমার কথায় একটু স্বস্তি পেলাম।
আমি দ্রুত বীমা করে নিবো। ভালো থেকো, আসি।
কই? চলো?
হ্যাঁ আপু, আসি।

কি?
সবাই বুঝলো?
হ্যাঁ আপু,
বুঝলো তোহ!
আনন্দ মেলা

আপু, ভাইয়া, দাঁড়ান।
জ্বি বলুন
আচ্ছা আপনারা বলেছিলেন আপনারা মেটলাইফ-এর ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট। আপনাদের কোম্পানি সম্পর্কে বলুন তো?
মেটলাইফ একটি আন্তর্জাতিক বীমা কোম্পানি যা বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪০টি দেশের মানুষকে বীমার আর্থিক সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে দীর্ঘ ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে মেটলাইফ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে এবং ১০ লাখেরও বেশি গ্রাহক মেটলাইফ-এর বীমা সেবা নিচ্ছেন। আমরা সবসময় চেষ্টা করি বীমাকে গ্রাহকদের কাছে আরও সহজ করার জন্য। বীমা দাবি পরিশোধ করার ব্যাপারেও আমরা খুবই সিরিয়াস! যেমন, গত পাঁচ বছরে আমরা ৬,০০০ কোটি টাকার বেশি বীমা দাবি নিষ্পত্তি করেছি। আর আমাদের মতো প্রায় ১৭,০০০ এর বেশি ফিনান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট মেটলাইফ-এ আছেন আপনাদের বীমা সম্পর্কিত সব সেবা দেওয়ার জন্য।

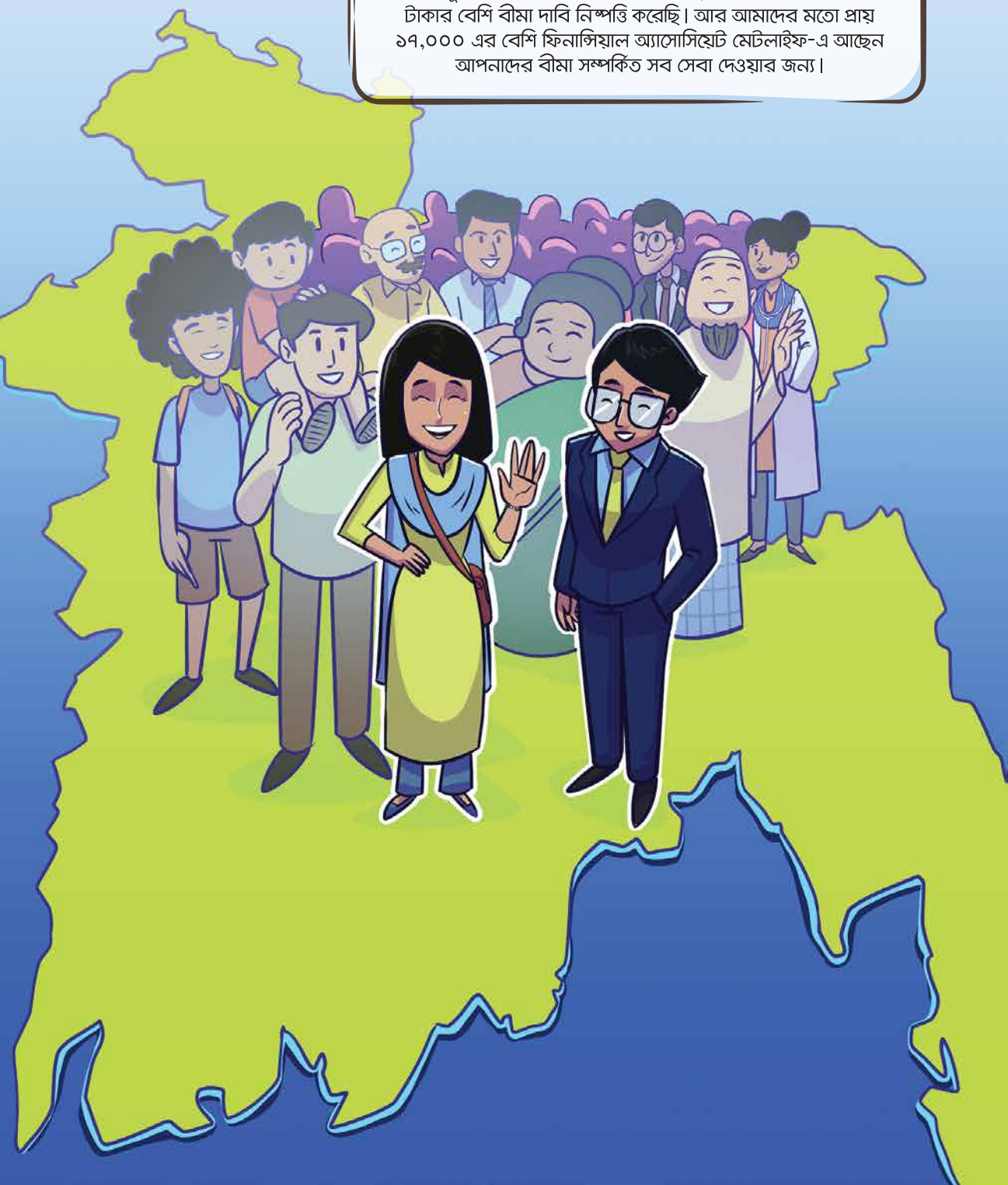

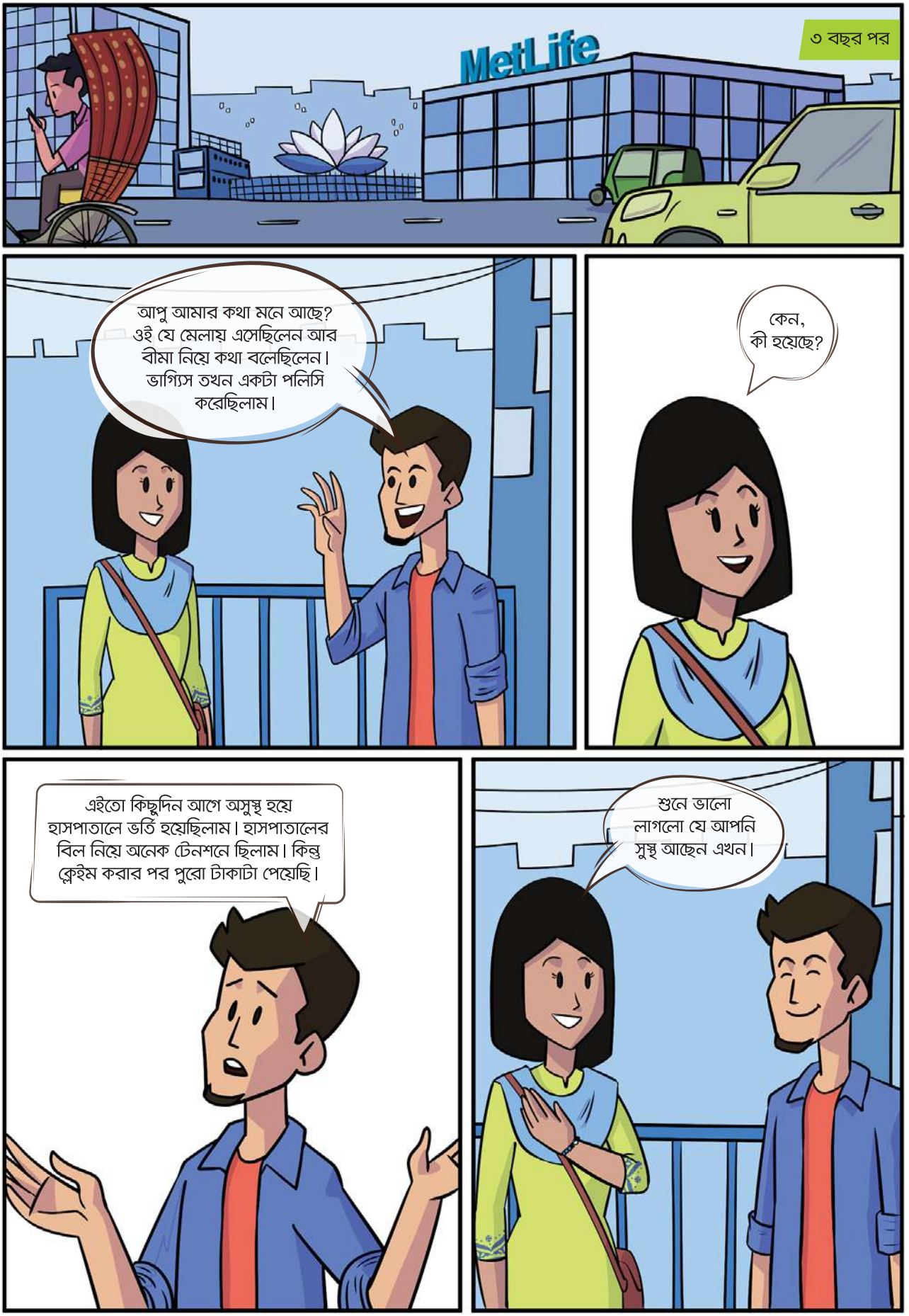
৩ বছর পর
MetLife
আপু আমার কথা মনে আছে? ওই যে মেলায় এসেছিলেন আর বীমা নিয়ে কথা বলেছিলেন। ভাগ্যিস তখন একটা পলিসি করেছিলাম।
কেন, কী হয়েছে?
এইতো কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। হাসপাতালের বিল নিয়ে অনেক টেনশনে ছিলাম। কিন্তু ক্লেইম করার পর পুরো টাকাটা পেয়েছি।
শুনে ভালো লাগলো যে আপনি সুস্থ আছেন এখন।

গ্রন্থস্বত্ব © মেটলাইফ

একটি মেটলাইফ উদ্যোগ

Hello বীমা কমিকসটি বাংলাদেশে জীবন বীমা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং জীবন বীমা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কমিকসে ব্যবহৃত তথ্য পরিবর্তনশীল তাই বীমা পলিসি কেনার আগে পলিসি সম্পর্কে এই কমিকসে প্রকাশিত তথ্য বিবেচনা, যাচাই ও পর্যালোচনা করে নেয়া আবশ্যক। এই কমিকসে ব্যবহৃত নাম বা চরিত্রগুলো কাল্পনিক, বাস্তব কোনো চরিত্রের সাথে মিল থাকাটা কাকতালীয়। Hello বীমা কমিকসটির সর্বস্বত্ব মেটলাইফ কর্তৃক সংরক্ষিত। কমিকসটির কোনো অংশ অনুমতি ছাড়া মুদ্রণ অথবা পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

Hello বীমা কমিকসটি এঁকেছেন জুনাইদ ইকবাল ইশমাম এবং ঐশিক জাওয়াদ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন মাহাতাব রশীদ। কমিকসটির অলংকরণ তত্ত্বাবধান করেছে এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশনস লিমিটেড।

প্রয়োজনে যোগাযোগ
কমিউনিকেশনস বিভাগ
মেটলাইফ বিল্ডিং
১৮-২০ বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১০০০

ইমেইলঃ info@metlife.com.bd
ফোনঃ +৮৮০ ৯৬৬৬৭১৬৩৪৪

হটলাইন

বীমা নিয়ে আরও প্রশ্ন?

কল করুন ০৮০০০০৯৬৩৪৪ নম্বরে (টোল-ফ্রি)

রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা

MetLife